দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11. APR. 2012
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সাতান্ন বছরে সমাবর্তন সাতবার

● শাকিল আহমাদ

রফি আহমেদ চঞ্চল, চারুকলা বিভাগের ১১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। তিনি সম্প্রতি মাস্টার্সের (এমএফএ) পরীক্ষা দিয়েছেন। অপেক্ষা করছেন ফলাফলের জন্য। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি তো ক্যাম্পাস থেকে চলে যাচ্ছেন কিন্তু সমাবর্তন পাচ্ছেন না এতে আপনার কি অনুভূতি। তিনি বলেন- 'সমাবর্তন হল সম্মানসূচক বিদায়। তারুণ্যের উৎসব। এটি শিক্ষার্থীদের অধিকার। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাদেরকে এটি থেকে বঞ্চিত করল। সমাবর্তনে বিশ্বের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন। আদেশ-উপদেশমূলক কথাবার্তা বলে থাকেন। যা জীবনে চলার পাথেয় হয়ে থাকবে।' কথাগুলো তিনি খুব আক্ষেপের সুরে বললেন। সমাবর্তন পাচ্ছেন না এমন শত শত শিক্ষার্থী প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন।

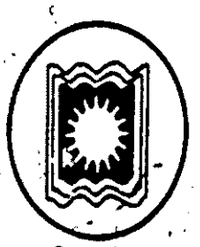

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৫৩ সালে। ৫৭ টি বছর পার করে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। কিন্তু আয়োজন করতে পারেনি ৫৭টি অনুষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় আয়োজন হলো সমাবর্তন। সমাবর্তন শব্দটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেই সংযুক্ত। দীর্ঘ ৫৬ বছরের ইতিহাসে রাবিতে সমাবর্তন হয়েছে মাত্র সাতবার। সর্বশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালের ২৯ নভেম্বর। ১৯৭৩ সালের ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ সমাবর্তন। এরপর দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে এই আয়োজনটি। সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা শিক্ষার্থীদের মূল সনদ দেয়া হয়। এদিনে পাস করা সকল শিক্ষার্থীরা আনন্দ উৎসবের মধ্যদিয়ে তাদের মূল সনদ নিয়ে থাকে। নানা গুণীজন ও শিক্ষার্থীদের মিলন মেলায় পরিণত হয় এখানে। এর মাধ্যমে ঘটে শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি।

প্রতি বছর সমাবর্তন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগকে নির্দিষ্ট সময়ে সকল ক্লাস ও পরীক্ষা শেষ করতে হয়। কিন্তু সমাবর্তন না হওয়াতে বিভাগগুলো যথা সময়ে শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী একাডেমিক কার্যক্রম শেষ করে না। ফলে ৭/৮ বছর লেগে যায় শিক্ষার্থীদের বের হতে। এভাবেই বাড়ে সেশনজট। প্রতি বছর সমাবর্তন হলে শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে বের হয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে পারে। সমাবর্তন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, সমাবর্তন হলো বিদ্যায়তনিক সংস্কৃতির অনিবার্য অংশ। প্রতি বছর এটা করা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের মর্যাদা বহন করে তা আর থাকে না। নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মলয় কুমার ভৌমিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মানেই সমাবর্তন। সমাবর্তনের মাধ্যমে সনদ দিতে না পারলে একজন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন পূর্ণ হয় না। তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশের রাজনীতি পচে গেছে। আর এই পচা রাজনীতির ধাক্কা লেগেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। দীর্ঘ ১৩ বছর রাবি'র সমাবর্তন না হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষা সংস্কৃতিতে বিমুখতা, ব্যর্থতা অদক্ষতা এবং নগ্ন দলবাজির অংশ বলে মনে করেন তিনি।

গত বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর উপাচার্য সাংবাদিকদের বলেছিলেন ২০১২ সালের মার্চ মাসে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু মার্চ মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত সমাবর্তন আয়োজনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে কথা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক নূরুল্লাহ স্যারের সাথে। তিনি বলেন-কয়েক মাস আগে সমাবর্তন আয়োজনের বিষয়ে আচার্য বরাবর একটি চিঠি পাঠিয়েছি। চিঠিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হয়ে রাষ্ট্রপতির দপ্তরে যাওয়ার কথা। কিন্তু চিঠিটি এখন পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়েই রয়ে গেছে। এজন্য এই বছরের মার্চ মাসে সমাবর্তন আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবে আগামী বছরের নভেম্বরের মধ্যে সমাবর্তন আয়োজন করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।